Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Volume 1, 2025
pdugmck.ac.in/index.php/journal/

গল্পকার নররন্দ্রনাথ মিরের গরল্প (মনর্ বামিত) অথ বননমতক স্বমনর্বর নারী : একটি মর্রেষনাত্মক সীক্ষা

Abstract

The role participation and characteristic of the view point of women's space with a particular mention of the author like Narendra Nath Mitra his creation and his feministic outlook with a particular reference of his short stories will be attempted. The approach primarily will be feministic.

Nandita Paul

Department of Bengali, Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, KatlicherraEmail:nanditakbj@gmail.com
Corresponding Author*: Nandita Paul
Email of Corresponding Author*:nanditakbj@gmail.com

Keywords: Women empowerment, Short Story, Self-Independent Women, Feminist

Received:*December4th2024,* **Accepted:***January 23rd2025***Published:***February 15th2025*

মানুষের বাঁচার একমাত্র উপায় হলো অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। অর্থনৈতিক পরিবেশ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্বকে বদলে দিচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র বহুগল্পের নারী চরিত্রকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর করে অঙ্কন করেছেন। যেখানে নারীকে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নিজের বিকাশের পথে, অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলস্বরূপ তারা অর্জন করেছে আত্মসচেতনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শ্রেণিগত অবস্থার পরিবর্তন এবং শিক্ষা।

অর্থনৈতিক পরিবেশের সাথে সাথে রক্ষণশীল সমাজে দেখা দিল জাতিভেদ প্রথা। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সৃষ্ট নারী চরিত্র তা উপেক্ষা করে জীবনে এগিয়ে যাচ্ছে।

তাঁর সৃষ্টি বিবাহবাসর এর নায়িকা চাকরি করে এবং ভালোবেসে অন্যত্র বিয়ে করে নিলে তাকে বাধা দেওয়া কারোর পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। সমাজ হয়তো প্রসন্নতার সঙ্গে তা মেনে নিতে পারছে না কিন্তু অস্বীকার করার ও কোন চেষ্টা সেখানে নেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে কতখানি অন্বিত এই গল্পটিতে তার ইঙ্গিত আছে।

> অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী নারীকে অনেকখানি স্বাধীনতা দেয় বলে তাদের বাইরে বেরোনোর সুযোগ ঘটে। কিন্তু সমাজে এবং পরিবারে নারীর অবস্থা এমনি জটিল। নারীরা আত্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমনি দুর্বল যে অনেক সময় দেখা যায় তাদের উপার্জনকে স্বীকার করা হচ্ছে শুধু পারিবারিক প্রয়োজনের দিক থেকে। নরেন্দ্রনাথের নারীচরিত্র তা উপেক্ষা করে ও স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। তা লক্ষ্য করা যায় হেডমিস্ট্রেস (১৩৫৭) গল্পের সুপ্রীতি চরিত্রে –
>
> "স্বামীর কথা শুনে সুপ্রীতি অবশ্য বেত তুলল না, কিন্তু মুখখানাকে আরও কঠিন, গলার স্বরটিকে আরও রুক্ষ করে তুলল,39;তোমার সব ই ঠাট্টা, না? স্কুলের পরীক্ষাটা বুঝি আর পরীক্ষা নয়?কোন রকম দায়িত্ব তার নেই? শুধু চোখ বুজে নম্বর বসিয়ে গেলেই হল, তাই বুঝি ভাব তুমি?।
>
> রীতিমত হেড মিস্টেরস সুলভ ধমক।এর উওরে শৈলেন হাসতে পারত , অন্যদিন হাসলেও, কিন্তু আজ আর তার হাসি পেল না।তার বদলে মিন্টুই হেসে উঠল, কি মজা। বাবাকে বকো মা,আরো বকো আমাকে নতুন জুতো কিনে দিলে না।কেবল বলে দেব দেব,কোন দিন দেয় না।।
>
> সুপ্রীতি মেয়েকে ধমক দিল 39;এই চুপ। তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল,এইতো কাল রাত থেকে বলছি,ক খানা খাতা দেখে দাও। কাজ কর্ম তো নেই। অফিস থেকে এসে চুপচাপ বসে বসেই তো সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা অবধি কাটিয়ে দিলেন।আজ ও সকাল থেকে বসে আছ তো আছ ই।কেন দু খানা খাতা দেখলে, নম্বর গুলি টোটাল দিলে কি জাত যায়।"[১]

সুপ্রীতির স্বামী শৈলেন তাকে ভালোবাসে কিন্তু ঘর সংসারের কাজ সেরে ও সুপ্রীতি স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের এ কাজ করে যাচ্ছে। তাতে শৈলেন বিমত প্রকাশ করলে সুপ্রীতি তা উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক এ স্বাধীনতার সাথে সাথে অনেক সময় নারীদের মধ্যে শিক্ষার ভাব জেগে ওঠে। আর শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে তাদের মধ্যে লেখিকা সত্তার জন্ম নেয়। তা ফুটে উঠেছে 'উত্তরণ' গল্পে। গল্পে পিতার না ছাপা গল্প নিজের নামে ছাপাতে গিয়ে কল্যাণীর মনে জাগে নিজস্ব আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা।

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী নারীর আত্মসচেতনতার উত্তরণ ঘটে 'অবতরণিকা (১৩৫৬) এবং সেতার (১৩৫২) গল্পদ্বয়ে। অবতরণিকায় সংসারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে চাকরি নিয়েছিল আরতি। কিন্তু সংসারে তার অনুপস্থিতি তার স্বামী সুব্রতকে ক্ষুদ্ধকরে। ক্রমে আরতির চাকরি সংসারের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় কারণ আরতির স্বামী সুব্রত বেকার। ধীরে ধীরে আরতি ও অর্জন করে আত্মস্বাতন্ত্র্য বুঝতে শেখে আত্মমর্যাদার মূল্য। তাই একদিন সে সহকর্মিনীর প্রতি মালিকের অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে ওঠে। 'সেতার' গল্পে নীলিমা সেতারের মাধ্যমে গান শিখে টিউশনি করে টাকা রোজগার করে সেই আয়ের দ্বারা আত্ম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে অসুস্থ স্বামীকে ও সেরে তোলে। শুধু তাই নয় নীলিমার কাছে আমন্ত্রণ আসে বাইরের জলসায় গান গাওয়ার।

অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম সোপান অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। সেজন্যই মেয়েদের চাকরি করা প্রসঙ্গটি তাঁর গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে এবং কখনো তিনি সেই

অর্থনৈতিক চাপে নারীকে পরাজিত হতে দেখেন আবার কখন ও জয়ী হতে দেখেন। কুমারী শুক্লা (১৩৪৯) গল্পে দেখতে পেয়েছি একটি তুচ্ছ কারণে স্বামী প্রশান্ত শুক্লাকে ছেড়ে দেয়। শুক্লা কিন্তু নিজের রুচি স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই বিসর্জন দেয় না, চাকরি নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। রবীন্দ্রনাথ নারীর বিদ্রোহকে মূর্ত করে অঙ্কন করেছেন অনেক গল্পে। তাঁর স্ত্রীরপত্র এবং পয়লা নম্বর গল্পে নারীকে সংসার ত্যাগিনী করে অঙ্কন করলে ও রমণী কিভাবে নিজের ভরণপোষণ চালাতো তার কোন উল্লেখ নেই।

নরেন্দ্রনাথের অনেক গল্পে নারীরা পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া ও আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছে তা লক্ষ্য করা যায় স্রোতস্বতী গল্পে। গল্পে চিত্রা পুরুষের কামনার বলি হতে পেরে ঘর ছাড়ে। বিবাহিতা চিত্রা অন্য পুরুষকে গ্রহণ করে তাকে ভালবাসার দায়িত্ব ঘোষণা করে। অন্যত্র দেখতে পেয়েছি নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জোরে রমণী তার পছন্দ মত ব্যক্তিকে বিবাহ করেছে। পিতামাতার শাসন মানবার কোন প্রয়োজন হচ্ছেনা তার। স্বাধিকার গল্পে লক্ষ্য করা যায় বীথিকা পিতামাতার অমতে নিজের পছন্দের পাত্রকে (অসবর্ন) বিবাহ করেছে। তেমনি সুতপা গল্পে অত্যন্ত সাধারণ গ্র্যাজুয়েট রেলওয়েতে অল্প মাইনে চাকরি করা ছেলে ভাড়াটে বাড়িতে থাকে। সংসারে বিধবা মা আর একটি অনুঢ়া বোন। এমন ছেলেকে তার পিতা মানতে চান না। অবশেষে সুতপা বাড়ি থেকে চলে যায়। বিদ্রোহিনী কন্যার কাছে পিতা পরাস্ত হন।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি নরেন্দ্রনাথের গল্পে অসামান্য সার্থকতা অর্জন রেছে। পুরুষের প্রতি নির্ভরতা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ব্যক্তি মানুষ রূপে নারীরা নিজেকে ভাবতে পেরেছে। তা নরেন্দ্রনাথের সুদ গল্পে একান্নবর্তী পরিবারে বিধবা নারীর কন্ঠে উচ্চারিত হয়েছে –

> " সেদিন আর নেই মশাই। দেওর ভাসুর
> বিধবা ভাই বউকে পুষবে, সেদিন আর
> নেই। এখন যার যার তার তার। আজ
> কালকার মেয়েরা যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার
> চেষ্টা করে খুব ভালো মশাই, খুব ভালো,
> আমি খুব পছন্দ করি।" ২

অপরদিকে রূপলাগি (১৩৬০) গল্পে রমা স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। কোন প্রচলিত কারণে নয়। সে শুধু তার সামাজিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যকে ধরে রাখতে চায় বলেই নির্জের উপার্জনে একা থাকতে চায়। অন্যনয়ন গল্পে নারী নিজেকে স্বার্থক মানুষ ভাবার জন্য কর্মজীবনে সার্থকতার কথা ভাবে। দরিদ্র স্বামীর ঘরের স্ত্রী হয়ে বাঁচার লড়াইয়ে নিজেকে জড়িত করেছে। শুধু তাই নয় নিজের চেষ্টায় সেলাইয়ের কাজ শিখে ক্লাবের ছেলেদের বলাতে টেবিল ক্লথ সেলাই করে দিয়ে টাকা পেলে তাতে অনিমা আর নীরদের আর্থিক অনটন দূর হচ্ছে। তা স্পষ্ট রূপ পেয়েছে 'কাঠ গোলাপ (১৩৫৬) গল্পে। কাজের সাথে সাথে অনিমা গানের মাস্টারি এবং সেলাইয়ের মাস্টারির জন্য ও ইন্টারভিউ দেয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে নারীরা বিভিন্নভাবে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। তেমনি অপর একটি গল্প 'অভিনেত্রী (১৩৫৭) সেখানে বাঁচার লড়াইয়ে লড়তে হয়েছে মালতী আর লাবণ্যকে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনেক গল্পে যুদ্ধ-বিধ্বস্তের সময়ে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা কন্টকাকীর্ন। শুধু তাই নয় অভাব অনটন মানুষের প্রাত্যাহিক জীবন যাপনে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। আর সে সময় পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া নারীদের মধ্যে

বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে। তা ফুটে উঠেছে পুনশ্চ গল্পে। জৈনুদ্দিনের প্রথমা স্ত্রী থাকা সত্ত্বে ও ফতেমাকে ভালবেসে পুনরায় বিয়ে করে। কিন্তু দেশে অরাজকতার ফলে পারিবারিক জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে উঠলে জৈনুদ্দিন ফতেমাকে ত্যাগ করে। ফতেমা জীবনে হাল ছাড়েনি নিজেকে সামলে নিয়ে পুনরায় নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষায় দেহজীবিনীর কাজ নিয়েছে।

তদ্রুপ রসাভাস গল্পে ও দেখতে পেয়েছি যে নারী চরিত্র পদ্মমণি একদিন সন্তানকে বাঁচাবার জন্য হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে অস্বীকার করে। আজ অভাব অনটনের দায়ে পড়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্য চাল চালানোর ব্যবসা করে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সমাজের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রূপকার। তাঁর অনেক রচনাতে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর রীরা পরিবারের জন্য উপার্জনের পথে পা বাড়িয়েছে। নারী শুধু সন্তান ধারণ ও গৃহকর্মেই ব্যস্ত থাকবে,তাই নরেন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারী চরিত্ররা উপেক্ষা করেছে। স্বনির্ভরতা মানুষকে ব্যস্ত করে তোলে।পতির চরণে নারীর স্হান অথবা সংসার সুখের
হয় রমণীর গুণে - যুগ যুগ বাহিত এ ভাবনার ব্যতিক্রম অধিকাংশ পুরুষই মেনে নিতে পারে না। কাজেই দশভূজা নারী সংসার সন্তান স্বামীর প্রতি কর্তব্য কর্মে অবিচল কবে সেটা তো বলাই বাহুল্য। স্বাবলম্বী বা স্বনির্ভরশীল নারীর উপার্জনের প্রতি স্বামী বা বারের দখল থাকলেও তার নিষ্ঠায় ত্রুটি থাকতে পারেনি। তা তার সৃষ্ট নারী চরিত্রে উল্লেখিত হয়েছে।

মানব সমাজের অন্যতম অবলম্বন হলো অর্থনীতি। আর নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নারী রিত্ররা সমাজের বিভিন্ন দিক দিয়ে অথনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী, কখনও নিজেকে পুরুষের থেকে হেয় মনে করেনি। কোনো নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে, কেউবা হাতের কাজে, আবার কোনো নারী সমাজের বিভিন্ন দিক দিয়ে স্বাবলম্বী। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্ররা যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে তা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

তথ্যসূত্রঃ-

১। মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, গল্পমালা -৩, অভিজিৎ মিত্র (সম্পা.), ‘হেড মিস্টেরস’ (১৩৫৭), আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা .১০৫
২। মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, গল্পমালা-৪, অভিজিৎ মিত্র (সম্পা.), ‘সুদ’ , আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা. ২৮১

সহায়ক গ্রন্থ:-

১। প্রামানিক, ডঃ সঞ্জয়, ‘নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বাংলা ছোট গল্প’ , পুস্তক বিপনি, ১ম প্রকাশ জুলাই ২০০৪।
২। ভট্টাচার্য, অঞ্জুশ্রী, ‘নরেন্দ্রনাথ মিত্র জীবন ও সাহিত্য’ , পুস্তক বিপনি, ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৪।

৩। মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, ‘গল্পমালা -২’ , আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯।
৪। ভট্টাচার্য, সুতপা, ‘মেয়েলি পাঠ’ , পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ রজত জয়ন্তী বর্ষ, জানুয়ারি ২০০০।
৫। পন্ডিত, শ্রী কালীপদ, ‘বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প’ , তুলসী প্রকাশনী, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৯৭।
৬। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পা.), ‘গল্পচর্চা’ , বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম সংস্করণ প্রজাতন্ত্র দিবস ২০০৮।